তৃতীয় অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

তৃতীয় অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

বৃহত্তর অর্থে ব্যাকরণ কথাটিকে গ্রহণ করে তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। সাধারণ ভাবে একাধিক ধ্বনির যোগে গঠিত বৃহত্তম একককে আমরা শব্দ (Word) বলে জানি কিন্তু আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণায় সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁদের মতে ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তর অর্থপূর্ণ এককটি শব্দ নয়, সেটি রূপিম বা মূলরূপ বা রূপমূল (Morpheme)। এই রূপিমই শব্দ গঠনের মূল উপাদান যা বাক্যের ভিতরকার শব্দের রূপবৈচিত্র্য সাধন করে। এখন রূপিমের সাহায্যে আমাদের আলোচ্য উপভাষায় শব্দ গঠন প্রক্রিয়া এবং রূপিমের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, কারক, লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি ব্যাকরণগত শ্রেণিবিভাগগুলি কিভাবে উপভাষাটির রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি তুলে ধরা হলো —

১. রূপিমের সাহায্যে কথ্য ভাষার শব্দ গঠন

মান্য চলিতের মতো এই অঞ্চলের উপভাষাতেও শব্দ গঠন দুই ভাবে হয়ে থাকে।

১.১. একটি মাত্র রূপিমের সাহায্যে শব্দ গঠন —

কুডুম্ (আত্মীয়), বাপ্ (বাবা) ইত্যাদি।

১.২. একাধিক রূপিমের সমন্বয়ে শব্দ গঠন —

এই প্রক্রিয়ায় - চার রকম ভাবে শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন —

ক. মুক্ত রূপিম (Free morpheme) + বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) = শব্দ

আম্	+ গুল্যান	= আমগুল্যান।
হরদার	+ ই	= হরদারি।
গরু	+ ডা	= গরুডা।

খ. বদ্ধরূপিম + মুক্তরূপিম = শব্দ

অ	+	সার	=	অসার।	বে	+	বোদ	=	বেবোদ।
অ	+	সুবিদা	=	অসুবিদা।	বে	+	হাল	=	বেহাল।
আ	+	কাম	=	আকাম।	ব্যা	+	জার	=	ব্যাজার।

গ. বদ্ধরূপিম + বদ্ধরূপিম = শব্দ

কুর্	+	আনি	=	কুরানি (ঝাড়ুদার)।
ব্যার্	+	আনি	=	ব্যারানি।

ঘ. মুক্তরূপিম + মুক্তরূপিম = শব্দ

ফ্যার	+	গোর	=	ফ্যারগোর।	গিদ্	+	গোবিন্দ	=	গিদ্‌গোবিন্দ।
ছেরাদ্দ	+	বারি	=	ছেরাদ্দবারি।	মাইয়া	+	পোলা	=	মাইয়াপোলা।

রূপিমের গঠন প্রকৃতি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তার অর্থগত পরিবর্তনও হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বদ্ধ রূপিমের অবদান অপরিসীম। ভাষার ব্যাকরণের রীতি-নীতি মেনেই বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে মুক্ত রূপিম যুক্ত হয়ে থাকে। এই সংযুক্তির ফলে ব্যাকরণের সাথে ক্রিয়ার কাল, কারক, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ প্রভৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিম্নে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

২. ক্রিয়ার কাল

চলিত বাংলার ন্যায় এই উপভাষাতেও ক্রিয়া পদের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কাল এবং একটি ভাব অনুজ্ঞা রয়েছে। এখানেও কাল ও পুরুষভেদে উভয় বচনে ক্রিয়াবিভক্তি একই ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সারণীতে উপভাষার ক্রিয়া বিভক্তির পরিচয় দেওয়া হলো —

কাল ও পুরুষভেদে (উভয় বচনে) উপভাষার ক্রিয়া-বিভক্তি

কাল	উত্তম পুরুষ (মুই = আমি)	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		সাধারণ (তুমি)	তুচ্ছার্থে (তুই)	সম্ভ্রমার্থে (আমনে = আপনি)	সাধারণ (হে = সে)	সম্ভ্রমার্থে (হিনি = তিনি)
বর্তমান						
সাধারণ	-ই	-ও	-০	-ন, -এন	-য়, -এ	-ন, -এন
ঘটমান	-ইতেয়াছি, -তেয়াছি	-ইতেয়াছো, -তেয়াছো	-ইতেয়াছিস, -তেয়াছিস	-ইতেয়াছেন, -তেয়াছেন	-ইতেয়াছে, -তেয়াছে	-ইতেয়াছেন, -তেয়াছেন
পুরাঘটিত	-ইছি, -ছি	-ইছো, -ছো	-ইছিস, -ছিস	-ইছেন, -ছেন	-ইছে, -ছে	-ইছেন, -ছেন
অনুজ্ঞা		-ও	-০	-ন, -উন	-উক	
অতীত						
সাধারণ	-ইলাম, -লাম	-ইলা, -লা	-ইলি, -লি	-ইলেন, -লেন	-ইলো, -লো	-ইলেন, -লেন
ঘটমান	-ইতেয়াছিলাম, -তেয়াছিলাম	-ইতেয়াছিলা, -তেয়াছিলা	-ইতেয়াছিলি, -তেয়াছিলি	-ইতেয়াছিলেন, -তেয়াছিলেন	-ইতেয়াছিলো, -তেয়াছিলো	-ইতেয়াছিলেন, -তেয়াছিলেন
পুরাঘটিত	-ইছিলাম -ছিলাম	-ইছিলা, -ছিলা	-ইছিলি, -ছিলি	-ইছিলেন, -ছিলেন	-ইছিলো -ছিলো	-ইছিলেন, -ছিলেন
নিত্যবৃত্ত	-ইতাম, -তাম	-ইতা, -তা	-ইতি, -তি	-ইতেন, -তেন	-ইতো, -তো	-ইতেন, -তেন
ভবিষ্যৎ						
সাধারণ	-ইমু, -মু	-ইবা, -বা	-ইবি, -বি	-ইবেন, -বেন	-ইবে, -বে	-ইবেন, -বেন
ঘটমান	-ইতে থাকমু -তে থাকমু	-ইতে থাকবা -তে থাকবা	-ইতে থাকবি -তে থাকবি	-ইতে থাকবেন -তে থাকবেন	-ইতে থাকবে -তে থাকবে	-ইতে থাকবেন -তে থাকবেন
পুরাঘটিত	-ইয়া থাকমু -এ থাকমু	-ইয়া থাকবা -এ থাকবা	-ইয়া থাকবি -এ থাকবি	-ইয়া থাকবেন -এ থাকবেন	-ইয়া থাকবে -এ থাকবে	-ইয়া থাকবেন -এ থাকবেন
অনুজ্ঞা		-ইয়ো, -ও, -বা	-ইশ, -আইশ, -বি	-ইয়েন		

ক. √খা [ছ ~ স > ছ]

বর্তমানকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	খাই (খাই)	খাইতেয়াছি (খাচ্ছি)	খাইছি (খেয়েছি)
মধ্যম (সাঃ)	খাও (খাও)	খাইতেয়াছো (খাচ্ছো)	খাইছো (খেয়েছো)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	খা (খা)	খাইতেয়াছিস্ (খাচ্ছিস)	খাইছিস্ (খেয়েছিস)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	খান (খান)	খাইতেয়াছেন (খাচ্ছেন)	খাইছেন (খেয়েছেন)
প্রথম	খায় (খায়)	খাইতেয়াছে (খাচ্ছে)	খাইছে (খেয়েছে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	খান (খান)	খাইতেয়াছেন (খাচ্ছেন)	খাইছেন (খেয়েছেন)

অতীতকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্যবৃত্ত
উত্তম	খাইলাম (খেলাম)	খাইতেয়াছিলাম (খাচ্ছিলাম)	খাইছিলাম (খেয়েছিলাম)	খাইতাম (খেতাম)
মধ্যম (সাঃ)	খাইলা (খেলে)	খাইতেয়াছিলা (খাচ্ছিলা)	খাইছিলা (খেয়েছিলো)	খাইতা (খেতে)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	খাইলি (খেলি)	খাইতেয়াছিলি (খাচ্ছিলি)	খাইছিলি (খেয়েছিলি)	খাইতি (খেতি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	খাইলেন (খেলেন)	খাইতেয়াছিলেন (খাচ্ছিলেন)	খাইছিলেন (খেয়েছিলেন)	খাইতেন (খেতেন)
প্রথম	খাইলো (খেলো)	খাইতেয়াছিলো (খাচ্ছিলো)	খাইছিলো (খেয়েছিলেন)	খাইতো (খেতো)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	খাইলেন (খেলেন)	খাইতেয়াছিলেন (খাচ্ছিলেন)	খাইছিলেন (খেয়েছিলেন)	খাইতেন (খেতেন)

ভবিষ্যৎকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	খামু (খাব)	খাইতে থাকমু (খেতে থাকব)	খাইয়া তাকমু (খেয়ে থাকব)
মধ্যম (সাঃ)	খাবা (খাবে)	খাইতেথাকবা (খেতে থাকবে)	খাইয়া থাকবা (খেয়ে থাকবে)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	খাবি (খাবি)	খাইতে থাকবি (খেতে থাকবি)	খাইয়া থাকবি (খেয়ে থাকবি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	খাবেন (খাবেন)	খাইতে থাকবেন (খেতে থাকবেন)	খাইয়া থাকবেন (খেয়ে থাকবেন)
প্রথম	খাবে (খাবে)	খাইতে থাকবে (খেতে থাকবে)	খাইয়া থাকবে (খেয়ে থাকবে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	খাবেন (খাবেন)	খাইতে থাকবেন (খেতে থাকবেন)	খাইয়া থাকবেন (খেয়ে থাকবেন)

খ) স্নান করা = নাওয়া > √না

বর্তমান কাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	নাই	নাইতেয়াছি	নাইছি
মধ্যম (সাঃ)	নাও	নাইতেয়াছো	নাইছো
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	না	নাইতেয়াছিস	নাইছিস

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	নান	নাইতেয়াছেন	নাইছেন
প্রথম	নায়	নাইতেয়াছে	নাইছে
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	নান	নাইতেয়াছেন	নাইছেন

অতীতকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্তবৃত্ত
উত্তম	নাইলাম	নাইতেয়াছিলাম	নাইছিলাম	নাইতাম
মধ্যম (সাঃ)	নাইলা	নাইতেয়াছিলা	নাইছিলা	নাইতা
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	নাইলি	নাইতেয়াছিলি	নাইছিলি	নাইতি
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	নাইলেন	নাইতেয়াছিলেন	নাইছিলেন	নাইতেন
প্রথম	নাইলো	নাইতেয়াছিলো	নাইছিলো	নাইতো
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	নাইলেন	নাইতেয়াছিলেন	নাইছিলেন	নাইতেন

ভবিষ্যৎকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	নামু	নাইতে থাকমু	নাইয়া তাকমু
মধ্যম (সাঃ)	নাবা	নাইতে থাকবা	নাইয়া থাকবা
মধ্যম (তুচ্ছ)	নাবি	নাইতে থাকবি	নাইয়া থাকবি
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	নাবেন	নাইতে থাকবেন	নাইয়া থাকবেন
প্রথম	নাবে	নাইতে থাকবে	নাইয়া থাকবে
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	নাবেন	নাইতে থাকবেন	নাইয়া থাকবেন

গ. √কর > √হর

বর্তমান কাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	হরি (করি)	হরতেয়াছি (করছি)	হরছি (করেছি)
মধ্যম (সাঃ)	হরো (করো)	হরতেয়াছ (করছো)	হরছো (করেছো)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	হর (কর)	হরতেয়াছিস (করছিস)	হরছিস্ (করেছিস)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	হরেন (করেন)	হরতেয়াছেন (করছেন)	হরছেন (করেছেন)
প্রথম	হরে (করে)	হরতেয়াছে (করছে)	হরছে (করেছে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	হরেন (করেন)	হরতেয়াছেন (করছেন)	হরছেন (করেছেন)

অতীতকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্তবৃত্ত
উত্তম	হল্‌লাম (করলাম)	হরতেয়াছিলাম (করতেছিলাম)	হরছিলাম (করছিলাম)	হরতাম (করতাম)
মধ্যম (সাঃ)	হল্‌লা (করলে)	হরতেয়াছিলা (করতেছিলে)	হরছিলো (করছিল)	হরতা (করতা)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	হল্‌লি/হরলি (করলি)	হরতেয়াছিলি (করতেছিলি)	হরছিলি (করছিলি)	হরতি (করতি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	হল্‌লেন/হরলেন (করলেন)	হরতেয়াছিলেন (করতে ছিলেন)	হরছিলেন (করছিলেন)	হরতেন (করতেন)
প্রথম	হল্‌লো/হরলো (করল)	হরতেয়াছিলো (করতেছিল)	হরছিলো (করছিল)	হরতো (করতো)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	হল্‌লেন/হরলেন (করলেন)	হরতেয়াছিলেন (করতে ছিলেন)	হরছিলেন (করছিলেন)	হরতেন (করতেন)

ভবিষ্যৎকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	হরমু (করব)	হরতে থাকমু (করতে থাকব)	হরে থাকমু (করে থাকব)
মধ্যম (সাঃ)	হরবা (করবে)	হরতে থাকবা (করতে থাকবে)	হরে থাকবে (করে থাকবে)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	হরবি (করবি)	হরতে থাকবি (করতে থাকবি)	হরে থাকবি (করে থাকবি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	হরবেন (করবেন)	হরতে থাকবেন (করতে থাকবেন)	হরে থাকবেন (করে থাকবেন)
প্রথম	হরবে (করবে)	হরতে থাকবে (করতে থাকবে)	হরে থাকবে (করে থাকবে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	হরবেন (করবেন)	হরতে থাকবেন (করতে থাকবেন)	হরে থাকবেন (করে থাকবেন)

৩. অসমাপিকা ক্রিয়া

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও অসমাপিকা ক্রিয়ার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। 'আ' -অ্যা, -ইলে, -ইয়া, -ইড্‌গা, -তে, -লে, -ইতে, প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। তবে ক্রিয়ার রূপটিতে অপিনিহিতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন —

কর্ + ইয়া = করিয়া > কইর্‌গা।
চল্ + ইয়া = চলিয়া > চইল্‌গা।
ভর + তে = ভরতে > (খাইতে)।
খা + ইড্‌গা > খাইড্‌গা (খেটে)।
হাক্ + ইয়া = হাকিয়া > হাইক্‌কা।
না + ইলে = নাইলে।
লিখ্ + ইতে = লিখতে > ল্যাকতে।
মর্ + তে = মরতে

বাক্যে প্রয়োগ

ক. কামডা হইর্‌গা আয়। (কাজটি করে আস।)

খ. দাম তো হাইক্‌কা থুইছ। (দাম তো বেশ চেয়ে বসে আছ।)

গ. মুই আইজ চইল্‌গা জামু। (আমি আজ চলে যাব।)

ঘ. অ্যাতো সোমায় বইয়া নাইলে অবে। (এত সময় বসে স্নান করলে চলবে।)

ঙ. অ্যাহোন কতগুল্যান ভরতে বইছে (এখন কতগুলো খেতে বসেছে।)

চ. সন্দা অইছে ল্যাকতে বয়। (সন্ধ্যা হয়েছে লিখতে বসো।)

ছ. এই বয়সে আর খাইড্‌গা অবে কি? (এই বয়সে আর খেটে হবে কি?)

৪. যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগও এই উপভাষায় যথেষ্ট দেখা যায়। যৌগিক ক্রিয়াটি একাধিক ক্রিয়া বাক্যাংশ নিয়েও গঠিত হতে পারে। যথা —

দুই পদী ক্রিয়া বাক্যাংশ —

ক. পোলাডা হগোল গুলান ভাত খাইয়া নিছে। (ছেলেটা সবগুলো ভাত খেয়ে নিয়েছে।)

খ. হেয়ারে জাইতে দ্যাও। (তাকে যেতে দাও।)

গ. হে খাইতে লাগলো। (সে খেতে লাগল।)

তিন পদী ক্রিয়া বাক্যাংশ

ক. মুই বাশটা কাইড্‌গা লইয়া আহি। (আমি বাঁশটি কেটে নিয়ে আসি।)

খ. হিরু কলম আতে লইয়া বইয়া থাহে। (হিরন্ময় কলম হাতে নিয়ে বসে থাকে।)

চার পদী ক্রিয়া বাক্যাংশ

ক. হকালেই খাইয়া লইয়া চইলগা আহিস। (সকালেই খেয়ে দেয় চলে এসো।)

খ. ওবা কাণ্ড ধারের টাহা ফিরগা আইয়া দিতে চাইছিলো।

(বাবা কাকু ধারের টাকা ফিরে এসে দিতে চেয়েছিল।)

৫. সংযোগমূলক ক্রিয়া

এই উপভাষাতেও সংযোগমূলক ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়।

সংযোগমূলক ক্রিয়া + বিশেষ্য/বিশেষণ = ক্রিয়া

যেমন —

ক. পোলাডা ঘুম পরছে। (ছেলেটা ঘুমোচ্ছে।)

খ. সতিমার মুন্দিরে ভালো বাউল গাইছে। (সতীমায়ের মন্দিরে ভালো বাউল গান হচ্ছে।)

গ. আডে কি আনতে অবে মাড্‌ডি জিগাই ল।

(হাট থেকে কি আনতে হবে মাকে জিজ্ঞাসা করে নাও।)

৬. অস্ত্যর্থক ক্রিয়া

যা, হ, আছ্‌ , থাক্‌ ইত্যাদি ধাতু থেকে জাত ক্রিয়া এই উপভাষাতেও দেখা যায়। এখানে

উপরোক্ত মুক্ত বা বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে - মু, ইমু, ই, ইলো প্রভৃতি বদ্ধ রূপিম যুক্ত হয়ে অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। যেমন —

মুক্তরূপিম/বদ্ধরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	অস্ত্যর্থক ক্রিয়া
থাক	-	মু/ইমু	=	থাকমু
ছি	-	ইলো/লো	=	ছিলো
যা > জা	-	ই	=	জাই
আছ	-	ই		আছি

বাক্যে প্রয়োগ

ক. আইজ এহানেই থাকমু। (আজ এখানেই থাকব।)

খ. মুই আছি তুই খা। (আমি রয়েছি তুই খা।)

গ. রাইতে গরুডা এহানেই ছিলো। (রাত্রে গরুটা এখানেই ছিলো।)

৭. নঞর্থক ক্রিয়া

অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার পারে নয়, না, নাই, বসিয়ে ন-ঞর্থক ভাব প্রকাশ করা হয়।

অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া	বদ্ধরূপিম	+	বদ্ধরূপিম		নঞর্থক ক্রিয়া
- থাকমু	ন	+	আ	=	থাকমু না
খাই	ন	+	আই	=	খাই নাই
জায়	ন	+	আয়	=	জায় নায়

বাক্যে প্রয়োগ

ক. মোরা মামাগো বারি থাকমু না (আমরা মামা বাড়ি থাকব না।)

খ. হারা দিনে খাই নাই। (সারা দিনে খাই নি।)

গ. কিশান মাডে জায় নায়। (কৃষাণ মাঠে যায় নি।)

এছাড়া শুধু মাত্র 'ন' এর রূপ বসিয়েও ন-ঞর্থক ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন —

ক. দুক্ক হরো ক্যান্ তোর তো দুক্কের শ্যাশ নাই।
(দুঃখ করো কেন তোর তো দুঃখের শেষ নেই।)

খ. নয় নয় হইর্গা বারোডা অবে। (না হলেও বারোটা হবে।)

গ. কাইল্গো টেশ্ পরিক্কা ঘুমামু না। (কাল টেস্ট পরীক্ষা ঘুমাবো না।)

৮. প্রযোজক ক্রিয়া

এই উপভাষাতেও প্রযোজক ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। মূলধাতুর সঙ্গে আ, অ্যা, ওয়া প্রভৃতি বদ্ধরূপিম যোগ করে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে বিভিন্ন কালবাচক পূর্ণ প্রযোজক ক্রিয়াপদ

গঠন করে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো —

ধাতু	+	**বদ্ধরূপিম**	+	**ক্রিয়া বিভক্তি**	=	**প্রযোজক ক্রিয়া**
লেখ্		—অ্যা		—ইছিলো	=	ল্যাখাইছিলো
না		—ওয়া		—ইব্যা	=	নাওয়াইব্যা
শুন্ ~ হুন্		—আ		—ইছি	=	হুনাইছি

'ছ' -এর উচ্চারণ 'স' -এর মতো তাই ছ দিয়ে তা বোঝানো হলো।

বাক্যে প্রয়োগ

ক. দাদু আমারে অ, আ ল্যাখাইছিলো। (দাদা আমাকে অ, আ লিখিয়েছিলো।)

খ. তুমি সোনাইরে নাওয়াইব্যা? (তুমি সনুকে স্নান করাবে?)

গ. আমি ছাত্তোরগো রামায়নের গপ্পো হুনাইছি। (আমি ছাত্রদের রামায়ণের গল্প শুনিয়েছি।)

৯. নামধাতু

এই উপভাষায় নামধাতুর বহুল প্রয়োগ আছে। দুই ভাবে এই নাম ধাতু গঠিত হতে পারে। যেমন—

বিশেষ্য, বিশেষণ পদের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম যোগ করে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে। অর্থাৎ -

নামপদ	+	বদ্ধরূপিম	+	ক্রিয়া বিভক্তি	=	নাম ধাতু
চাপ্	+	আ	+	ইব্যা	=	চাপাইব্যা
মাপ্	+	আ	+	ইব্যা	=	মাপাইব্যা

বাক্যে প্রয়োগ

ক. ওবা আইজগো ধানগুল্যা মাপাইব্যা? (বাবা আজ ধান গুলো মাপাবে?)

খ. অ্যাক মোনি বোস্তাডা মোর মাতায় চাপাইব্যা? (এক মন ওজনের বস্তাটি আমার মাথায় চাপাবে?)

নামপদের সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে। অর্থাৎ —

নামপদ	+	**ক্রিয়া বিভক্তি**	=	**নামধাতু**	
বিয়া	+	ইছে	=	বিয়াইছে	[ছ ~ স]
হিয়া	+	ইছে	=	হিয়াইছে	[ছ ~ স]
টাডা	+	ইছে	=	টাডাইছে	[ছ ~ স]
খ্যাদা	+	ইছে	=	খ্যাদাইছে	[ছ ~ স]
খ্যালা	+	মু	=	খ্যালামু	
হুগা	+	ইছে	=	গুগাইছে	[ছ ~ স]

বাক্যে প্রয়োগ

ক. রাঙা গরুডা বিয়াইছে। (লাল গরুটি বাচ্চা দিয়েছে।)

খ. মায় হারাদিন কাতা হিয়াইছে। (মা সারাদিন কাঁথা সেলাই করেছে।)

গ. অ্যাতোহানি পোরছে টাডাইছে না? (এতোটা পুড়েছে যন্ত্রণা করে নি?)

ঘ. হালিক গুলা দুলা খ্যাদাইছে? (শালিক গুলো দুলাল তাড়িয়েছে?)

ঙ. বিয়ালে বল খ্যালামু। (বিকেলে বল খেলব।)

চ. ওদু আনদির জানের ভুই হুগাইছে? (দাদা আন্দির জানের জমি শুকিয়েছে?)

১০. কারক

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও ছয় প্রকার কারকের ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি ও অনুসর্গের চিহ্ন সারণীতে নিম্নে দেখানো হলো —

কারক	কারক - চিহ্ন
কর্তৃকারক	-০, -এ, -য়, -তে, -র,
কর্মকারক	-০, -রে, -এ
করণ কারক	-এ, -য়, -০, দিয়্যা, হইর্‌গা, দ্বারা
সম্প্রদান কারক	-রে, -এ, -কে
অপাদান কারক	-ত্যা, -থ্যে, -চাইয়া, -থেইক্যা, -অইতে
অধিকরণ কারক	-এ, -য়, -তে, -০, -গো, -র, -রে, -মইদ্যে, -ভিতরে
সম্বন্ধ পদ	-র, -এর, -কার

১০. ১. কর্তৃকারক

ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্রে বলা হয়েছে - 'ক্রিয়া সম্পাদক ঃ কর্তা'। পাণিনির মতে - 'স্বতন্ত্র ঃ কর্তা' অর্থাৎ যে অন্যের অধীন না হয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করে সে-ই কর্তা। কর্তায় বিভক্তি চিহ্ন প্রায়ই উহ্য থাকে তাই কর্তায় শুন্য বিভক্তি ধরা হয়। যেমন - কে খাবে? কে যায়?

কর্তায় 'এ' বিভক্তি -

ছাগোলে কিনা খায়?

এ > 'য়' পাড়ায় কয় কি ? (পাঁঠায় কি বলে?)

মায় ডাহে। (মা ডাকছে।)

কর্তায় - 'তে'

মানুতে আল চয়। (মানুষে হাল চষে।)

(প্রসঙ্গত আমাদের গবেষণা-ক্ষেত্রের বৃহত্তর অঞ্চলে বিশেষত শাতলা, ইন্দুর কানি, আস্কর -এর মত বড় বড় বিলে নরম মাটিতে গরু মহিষের পরিবর্তে মানুষের দ্বারা হাল চাষ করা হয়।)

ভাববাচ্যে কর্তায় - 'র'

মোর জাওয়া লাগে। (আমার যাওয়া দরকার।)

প্রযোজক কর্তায় শুন্য বিভক্তি হয় —

হে মোরে দিয়্যা কামডা হরাই নিলো। (সে আমাকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নিলো।)

নিরপেক্ষ কর্তায় শুন্য বিভক্তি —

চান ওডলে রাত্তিরও দিন অয় (চাঁদ উঠলে রাতও দিনের মত হয়।)

১০.২. কর্মকারক

কর্ম কারক প্রসঙ্গে ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্রের কথা মনে আসে। 'ক্রিয়য়াক্রান্তং কর্ম' - অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়ার দ্বারা যা অবলম্বন করে তাই কর্মকারক। চলিত বাংলার মতো এখানেও কর্তায় '-কে' বিভক্তি আছে তবে এই '-কে' কখনো '-র' -এর কাজও করে। যেমন — আমারে খাইতে দ্যাও। (আমাকে খেতে দাও।)

হ্যারে ডাহো। (তাকে ডাক।) — যেটা মান্য চলিতে কবিতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

কর্মে '-এ' বিভক্তি এই উপভাষায় কেবল শিষ্ট চলিতের মতো কবিতা পাঠে শোনা যায়। মুখের কথায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে না। যেমন — 'অন্ধজনে চক্খু দান'।

এই উপভাষায় সাধারণ ভাবে কর্মে শুন্য বিভক্তির প্রয়োগ বেশি। যেমন —

খাডাল ধো (মেঝা ধুয়ে ফেল।)

হে ভাত খাইছে। (সে ভাত খেয়েছে।)

দেবতুল্যদের ক্ষেত্রে আবার - 'রে' বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন —

ঠাহররে ডাহো। (ঠাকুরকে ভজো।)

গুরুরে/ভগমানরে ডাহো। (দেবতাকে ভজো।)

জাতি বাচকে শুন্য বিভক্তি

দ্যাশে লোক নাই। (দেশে মানুষ/লোক নেই।)

গৌণ কর্মে শুন্য বিভক্তি

হরদা মোরে জেমিতি হিকাইতেয়াছে। (হরলালদা আমাকে জ্যামিতি শিখাচ্ছে।)

১০. ৩. করণ কারক

'সাধকতমং করণম' - যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকেই করণ কারক বলে।

করণে '-এ', '-য়' বিভক্তি

টাহায় হগোল অয়। (টাকায় সব হয়।)

চান ম্যাগে ঢাকছে। (চাঁদ মেঘে ঢেকেছে।)

করণে শুন্য বিভক্তি

ওরা বেল খ্যালে। (ওরা মার্বেল খেলছে।)

লাডি মারলো পিডে। (লাঠি মারল পিঠে।)

তবে অনুসর্গের ব্যবহার এই উপভাষায় বেশি। করণে অনুসর্গ - দিয়্যা, হইর্‌গা।

ক. ছিডা দিয়্যা মারিছ না। (কঞ্চি দিয়ে মারিস না।)

খ. কি হইর্‌গা অ্যাতোহানি কাডলো? (কী করে এতোটা কাটল?)

বিভক্তি ও অনুসর্গের যুগ্ম প্রয়োগও এখানে দেখা যায়। যেমন —

ক. নায় হইর্‌গা জামু। (নৌকা করে যাব।)

খ. গেলাসে হইর্‌গা রস আন। (গ্লাসে করে রস নিয়ে এসো।)

১০. ৪. সম্প্রদান কারক

পাণিনির মতে - 'একেবারে স্বত্বত্যাগ করে যা দেওয়া হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।' এই উপভাষায় মান্য চলিতের মতোই বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন —

ক. ভিক্‌কুতকে ভিক্‌কা দে। (ভিক্ষারিকে ভিক্ষা দাও।)

ক > 'রে'

ক. খয়রাতিরে দুইডা চাউল দে। (ভিক্ষারিকে দুটো চাল দাও।)

'এ' - বিভক্তি

ক. ফান্‌ডে সাহাইজ্‌জো হরো। (ফাণ্ডে সাহায্য করো।)

১০. ৫. অপাদান কারক

পাণিনির মতে - 'ধ্রুবমপায়ে অপাদানম্' - অর্থাৎ বিশ্লেষ ঘটলে যা ধ্রুব তাই অপাদান। এছাড়া কোনো কিছু থেকে উৎপন্ন, যা থেকে ভয়, ঈর্ষা, লজ্জা প্রভৃতি বুঝায় তাও অপাদান। অপাদানে - ত্যা, থ্যে, অইতে, চাইয়া, থেইক্যা বিভক্তির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন —

ক. গরমেত্যা রক্‌খা হরো। (গরম থেকে রক্ষা করো।)

খ. বিলেত্যা হাপলা উডাইয়া আন। (বিলের থেকে শাপলা উঠিয়ে নিয়ে এসো।)

গ. উডানেত্যা ধান গুল্যান উডা। (উঠোন থেকে ধান গুলো তোলো।)

ঘ. এহানথ্যে গেলি? (এখান থেকে গেলি?)

ঙ. বিলের চাইয়া হুগনার ভুইর দাম বেশি। (বিলের জমির চেয়ে শুকনার জমির দাম বেশি।)

চ. ধান গুল্যান থেইক্যা অল্প কয়ডা নিলাম। (ধান গুলো থেকে অল্প কটা নিলাম।)

ছ. তিল অইতে কতডু ত্যাল অইছে? (তিল থেকে কতটুকু তেল বেড়িয়েছে?)

- উল্লেখ্য এই উপভাষায়, ত্যা, থ্যে, থেইক্যা প্রভৃতি যে উপসর্গ ব্যবহৃত হচ্ছে তার ভাব মান্য চলিতের থেকে, হইতে -এর মতোই।

১০. ৬. অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধার হলো অধিকরণ। মান্য চলিতের চার রকম অধিকরণের নমুনাই এই উপভাষায় রয়েছে। যথা —

১. স্থানাধিকরণে - 'য়'

গোলায় ধান থাহে। (গোলায় ধান থাকে।)

২. কালাধিকরণে - 'এ'

চত্তিরে মাডি ফাডে। (চৈত্র মাসে মাটি ফাঁটে।)

৩. বিষয়াধিকরণে - 'য়'

রামেশ্বরবাবু বাংলায় দারুণ। (রামেশ্বরবাবু বাংলায় ভালো।)

৪. ভাবাধিকরণে - 'এ'

অন্দকারে প্যাচা ডাহে। (অন্ধকারে পেঁচা ডাকে।)

সমীপ্যে - 'এ'

বিলে টোং উডাইছে। (বিলের মধ্যে মাচা করে ঘর বেঁধেছে।)

অধিকরণে - 'তে'

মাডিতে য়ুরুম আছে। (বড় মাটির ভারে মুড়ি আছে।)

অধিকরণে - 'শুন্য'

আইজ মুই ঢাহা জামু। (আজ আমি ঢাকা যাব।)

কাগু বারি নাই। (কাকা বাড়ি নেই।)

অধিকরণে - 'গো' (কে > গো)

কাইল্‌গো জামু। (কালকে যাব।)

অধিকরণে অনুসর্গ - 'র', 'রে'

কামের ভিতরে কাম। (কাজের ভিতর কাজ।)

বুহের মইদ্দে ও দুইডা কি? (ধাঁধা - Book) - উত্তর - Vowel.

১০. ৭. সমন্ধ পদ

মান্য চলিতের মতোই এখানে - 'র', -এর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে 'কার' ও কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। বহু বচনের ক্ষেত্রে 'র' -এর পূর্বে গুল্যা/গুল্যান যোগ হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. ওয়ার কতা কইস না। (ওর কথা বলিস না।)

খ. মাইন্‌সের কাছে আত না পাতলে তো চলতারো না। (মানুষের কাছে ধার না করলে তো চলে না।)

গ. মানুষ গুল্যার জা অবস্তা। (মানুষ গুলোর যা অবস্থা।)

ঘ. হেদিনকার কতা কইয়া লাব নাই। (সেদিনকার কথা বলে আর লাভ নেই।)

১১. উপসর্গ

মান্য চলিতের সমস্ত উপসর্গ যোগে রূপিম গঠিত না হলেও অধিকাংশ উপসর্গের প্রয়োগ এই উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন -

ক. অপ - অপরানত, অপশোর (অবশর), অপরাদ (অপরাধ)।

খ. উপ - উপরালা (স্রস্টা), উপ-প্রদান (উপপ্রধান), উপসোম (উপসম)।

গ. সম - সমকক্ক (সমকক্ষ), সমপক্ক (সম্পর্ক)

ঘ. নি - নিদান, নিগুর (নিগূঢ়), নিনাইয়া।

ঙ. বি - বিয়াল (বিকেল), বিচানা (বিছানা), বিচানো (বিছানো)।

চ. অতি - অতিরিক্ত (অতিরিক্ত), অতিরাক্ (অতিরাগ)।

তৎসম ভিন্ন অন্য শব্দে অ, আ, অনা, নি, বে প্রভৃতি উপসর্গের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সমস্ত উপসর্গ সংস্কৃতের মতো সবসময় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত নাও হতে পারে। যেমন —

ক. অ - অকামা (অকেজো), অমানু (অমানুষ), অবাঙ্‌গালি (অবাঙালি)।

খ. আ - আকাডা, আকারা (আকাড়া), আজলা, আপোদ, আপাদা।

গ. অনা - অনাবাদি, অনাবিল।

ঘ. নি - নিনাইয়া (যার নৌকা নেই), নিরোক (নিরোগ) নিরিক, নিদান (নিদেন), নিমোক।

ঙ. কু - কুকাম, কুকতা,

চ. পাতি - পাতি হিয়াল (পাতি শিয়াল), পাতি চোর, পাতি আস (পাতি হাঁস)।

ছ. রাম - (বড় অর্থে রাম) - রামদা, রাম ছাগোল, রামপাডা (রামপাঁঠা)।

জ. আগ - আগবারাইন্‌গা (আগবাড়িয়ে)।

ঝ. আড় > আর - আর চোহে (আড় চোখে) আরকাড (আর কাঠ)।

ঞ. অন - অনাইরজো (অনার্য), অনাদি।

এমন বহু বাংলা উপসর্গ এই উপভাষায় স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

ফারসি উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন

গর - গর্ পত্তা (গড়-পরতা), গর্ আজির (গর্হাজির), গর্বর (এলোমেলো)।

বদ - বদ্মেজাজ্, বদ্হজোম (বদহজম)।

বে - বেকায়দা, বেসুরা, বেতালা (যন্ত্রণা), বেমানি (যারমান নেই), বেয়ুশ (হুশ নেই)।

দর - দর্দাম, দর্ইজারা, দর্বেশ।

সব > সাব - সাব্ব্যারেস্টার, সাব্ইনেশ্পেক্টার (Sub-inspector)

ইংরেজী উপসর্গ যোগে

হেড - হেডমাশ্টার (হেডমাষ্টার), হেডমিচ্তিরি (হেডমিস্ত্রী), হেডমাদ্বার (হেডমাতব্বর)।

হাফ > হাপ - হাপপেন্টুল (হাফ পেন্টুল), হাপসার্ট্ (হাফসার্ট), হাপআতা (হাফ-হাতা)।

ফুল - ফুলআতা (ফুলহাতা), ফুলপেরোন (ফুলজামা), ফুলবাবু, ফুলটিকিড (ফুল টিকিট)।

১২. অনুসর্গ

এই উপভাষায় অনুসর্গের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। তবে মান্য চলিতের থেকে অনুসর্গ গুলি নিজেদের মতো কিছুটা পরিবর্তন করে ব্যবহৃত হয়। দিয়ে > দিয়্যা, করিয়া > কইর্গা, লাগিয়া > লাইগ্যা/লাইগ্গা, থাকিয়া > থাইক্যা/থেইক্যা, হইতে > অইতে, মধ্যে > মইদ্যে - প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার রয়েছে।

ক. বডি দিয়্যা পুডি কাডো। (বটি দিয়ে পুঠি মাছ কাটো।)

খ. অর লাইগ্গা জাইতে পাল্লাম না। (ওর জন্য যেতে পারলাম না।)

গ. এই ঝামেলার মইদ্যে তুই আইলি ক্যান্? (এই ঝামেলার মধ্যে তুই আসলি কেন?)

ঘ. অ্যাহোন অইতে ল্যাহা পরায় মোন দে। (এখন থেকে লেখা পড়ায় মন দাও।)

এছাড়া এই উপভাষায় ভিন্ন জাতীয় (নিজস্ব) কিছু কিছু অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

ক. লগে - মোর লগে ইয়ারকি হরবি না। (আমার সাথে ইয়ারকি করবি না।)

খ. গোনে - ও বরদা কোন গোনে আইলা? (ও বড় দা কোথা থেকে এলে?)

গ. হানেত্যা - কুড়ুম্ব আইছো কোন হানেত্যা? (এখানে 'কুড়ুম্ব' দ্বারা আত্মীয় না বুঝিয়ে 'মাতব্বর' বোঝাচ্ছে - মাতব্বর এসেছ কোথা থেকে?)

এখানে লক্ষণীয় অনুসর্গগুলি যে সমস্ত পদের বিভক্তির কাজ করছে, সেই পদটি বিভক্তি যুক্ত কিংবা বিযুক্ত দুই-ই হতে পারে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপেই অনুসর্গ গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত।

১৩. সর্বনাম

১৩. ১. পুরুষবাচক সর্বনাম

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও ক্রিয়ার রূপ নির্ধারণে পুরুষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করে। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়ার রূপ একেবারে আলাদা। কেবল তাই নয়, পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের পূর্ণ ও বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নে সারণীতে পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো—

পুরুষ		একবচন	বহুবচন
উত্তম		মুই, মোরে, মোর	মোরা/ মোগো, আমাগো
ম	সাধারণ	তুমি,তোমারে	তোমাগো
ধ্য	তুচ্ছার্থে	তুই, তোর, তোরে	তোগো, তোরা
ম	সম্ভ্রমার্থে	আম্‌নার, আম্‌নে	আম্‌নাগো/আম্‌নারা
প্র	সাধারণ	হে, হেয়ার/হ্যার	হেরা, হেয়াগো/হ্যাগো
থ ম	সম্ভ্রমার্থে	উনি, ওনার	ওনাগো, ওনরা

উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম

এখানে একবচনে -মো, -মু বহুবচনে -মো, -আমা, প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভক্তি বাচক বিকরণ যোগ করে পদ গঠিত হয়। যেমন —

বচন	বদ্ধরূপিম/মুক্তরূপিম (প্রাতিপদিক)	+	বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	=	পদ
একবচন	মো ~ মু		- ই	=	মুই (আমি)
	মো		- র	=	মোর (আমার)
	মো		- রে	=	মোরে (আমাকে)
বহুবচন	মো		- রা	=	মোরা (আমরা)
	মো		- গো	=	মোগো (আমাদের)
	আমা		- গো	=	আমাগো

মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম

এই উপভাষায় এক বচনের ক্ষেত্রে -তু, -তুম, -তোমা, -তো এবং বহু বচনের ক্ষেত্রে -তু ~ তো, -তোম, -তুম ~ তোমা, প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এবং দুই ক্ষেত্রেই বিভক্তি বাচক বিকরণ যোগ করে পদ গঠিত হয়। নিম্নে সরণীতে দেখানো হলো —

বচন	বদ্ধরূপিম/মুক্তরূপিম (প্রাতিপদিক)	+	বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	=	পদ
এ ক ব চ ন	তু		-ই	=	তুই
	তুম্		-ই	=	তুমি
	তুম্ ~ তোমা		- রে	=	তোমারে (তোমাকে)
	তু ~ তো		- রে	=	তোরে (তোকে)
ব হু ব চ ন	তু ~ তো		- রা	=	তোরা
	তুম্ ~ তোম্		- রা	=	তোমরা
	তু ~ তো		- গো	=	তোগো (তোদের)
	তুম্ ~ তোমা		- গো	=	তোমাগো (তোমাদের)

এখানে - 'কে' বিভক্তির বদলে - 'রে' বিভক্তির প্রয়োগই কথ্য ভাষায় দেখা যায়। এছাড়া বহু বচনে 'গো' বিভক্তির প্রয়োগ এই উপভাষায় একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছে।

প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম

এখানে একবচনে -হ, -হেয়া, -ওয়া, -ও, -হ্যা এবং বহুবচনে -হে, -হেয়া, -হ্যা, -ওয়া, -ও ইত্যাদি প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভক্তি বাচক বিকরণ যোগ করে পদ গঠিত হয়। নিম্নে সারণীতে উল্লেখ করা হলো —

বচন	বদ্ধরূপিম/মুক্তরূপিম (প্রাতিপদিক)	+	বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	=	পদ
এ	হ		- এ	=	হে (সে)
ক	হ ~ হ্যা		- র	=	হ্যার (তার)
ব	হ ~ হে ~ হেয়া		- র	=	হেয়ার (তার)
চ	ওয়া		- র	=	ওয়ার (ওর)
ন	ও		- রে	=	ওরে (ওকে)
	হ ~ হ্যা		- রে	=	হ্যারে (তোকে)
	ওয়া ~ অ		- রে	=	অরে (ওকে)
ব	হ ~ হে		- রা	=	হেরা (তারা)
হু	হ ~ হে > হেয়া		- গো	=	হেয়াগো (তাদের)
ব	হ ~ হ্যা		- গো	=	হ্যাগো (তাদের)
চ	ওয়া		- গো	=	ওয়াগো (ওদের)
ন	ও		- গো	=	ওগো (ওদের)

এখানে দেখা যাচ্ছে 'হ' এক বচনের প্রাতিপদিক। তা থেকে তৈরি (হ + এ = হে) একটি পদ 'হে' -কে পুনরায় প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহার করে তার সঙ্গে অতিরিক্ত বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদ তৈরি হচ্ছে এটা এই উপভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

দ্রুত উচ্চারণের জন্য হেয়াগো > হ্যাগো বহুবচনের রূপ এবং একবচনে হেয়ার > হ্যার দ্বিবিধ প্রয়োগই কথ্য ভাষায় লক্ষ করা যায়।

মান্য চলিত বাংলার মতো এই উপভাষায়ও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষের ভূমিকা অসামান্য। এখানে মুক্তরূপিমের সঙ্গে পুরুষ ভেদে বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে মুক্তরূপিমের গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তন সম্পন্ন করে। পুরুষ ভেদে এই পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হলো —

ধাতু কহ > 'ক'

পুরুষ	মুক্তরূপিম	বদ্ধরূপিম	পদ
উত্তম	ক	- বো	কবো (বলবো)
মধ্যম (তুমি)	ক	- বা	কবা (বলবে)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	ক	- বি	কবি (বলবি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	ক	- বেন	কবেন (বলবেন)
প্রথম	ক	- বে	কবে (বলবে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	ক	- বেন	কবেন (বলবেন)

কারক ও বচন ভেদে সর্বনাম পদের রূপভেদ দেখা যায়। যেমন —

কর্তা	কর্ম	করণ	অপাদান	অধিকরণ	সম্বন্ধপদ
মুই	মোরে	মোরে দিয়্যা	মোরথ্যে/থেইক্যা	মোর মইদ্যে	মোর
মোরা	মোগো	মোগো দিয়্যা	মোগোথ্যে/থেইক্যা	মোগো মইদ্যে	আমাগো/মোগো
তুমি	তোমারে	তোমারে দিয়্যা	তোরথ্যে/থেইক্যা	তোমার মইদ্যে	তোমার
তোমরা	তোমাগো	তোমাগো দিয়্যা	তোমাগোত্যা/থেইক্যা	তোমাগো মইদ্যে	তোমাগো
তুই	তোরে	তোরে দিয়্যা	তোরত্যা/থেইক্যা	তোর মইদ্যে	তোর
তোরা	তোগো	তোগো দিয়্যা	তোগোত্যা/থেইক্যা	তোগা মইদ্যে	তোগো
আমনে	আমনারে	আমনারে দিয়্যা	আমনেত্যা/আপনার থেইক্যা	আমনার মইদ্যে	আমনার
আমনারা	আমনাগো	আমনাগো দিয়্যা	আমনাগোত্যা/থেইক্যা	আমনাগো মইদ্যে	আমনাগো
হে	হেয়ারে/হ্যারে	হেয়ারে/হ্যারে দিয়্যা	হ্যারত্যা/থেইক্যা	হ্যার/হেয়ার মইদ্যে	হ্যার/হেয়ার
হেরা	হেয়াগো/হ্যাগো	হেয়াগো/হ্যাগো দিয়্যা	হেয়াগোত্যা/থেইক্যা হ্যাগোত্যা/থেইক্যা	হেয়াগো মইদ্যে হ্যাগো মইদ্যে	হ্যাগো/হেয়াগো
উনি	ওনারে	ওনারে দিয়্যা	ওনাত্যা/ওনার থেইক্যা	ওনার মইদ্যে	ওনার
ওনরা	ওনাগো	ওনাগো দিয়্যা	ওনাগোত্যা/থেইক্যা	ওনাগো মইদ্যে	ওনাগো

১৩. ২. নির্দশক সর্বনাম

এই উপভাষাতেও দূরত্ববাচক ও নৈকট্যবাচক সর্বনাম পদ রয়েছে।

নির্দেশক সর্বনাম	একবচন	বহুবচন
দূরত্ববাচক	উই, ঐডা, উইজে/উইহানে	ঐগুল্যা/ঐগুল্যান
নৈকট্যবাচক	এই, এইডা, এই জে/এহানে	এইগুলা/এইগুল্যান

এই পদগুলির সঙ্গে বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কারক অন্বিত সর্বনাম পদ গঠিত হয়। যেমন —

মুক্তরূপিম বা প্রাতিপদিক	+	বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ	=	পদ
ঐডা	+	- র	=	ঐডার
উইহানে	+	- র	=	উইহানের (ওখানের)
এই ~ এয়া	+	- র	=	এয়ার

মুক্তরূপিম বা প্রাতিপদিক	+	বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ	=	পদ
এহানে	+	- র	=	এহানের (এখানের)
ঐগুলা/ঐগুল্যান	+	- র/এর	=	ঐগুলার/ঐগুল্যানের
এইগুলা/এইগুল্যান	+	- র/এর	=	এইগুলার/এইগুল্যানের

১৩. ৩. অনির্দেশক বা অনিশ্চয়বাচক সর্বনাম

কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে না, এরকম ভাব বোঝাতে কেউ, কেউরে, কহোনো, কোনহানে ইত্যাদির ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন —

ক. কেউ কতা কবি না। (কেহ/একজনেও কথা বলবি না।)

খ. কেউরে দিবি না। (কাউকে দেবে না।)

গ. কহোনো গাইল দিবি না। (কখনো গালি দিবে না।)

ঘ. তোরা কোনহানে জাবি। (তোরা কোথায় যাবি।)

১৩. ৪. প্রশ্নবাচক সর্বনাম

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জন্য এই উপভাষায় সাধারণত ক, কারে, কেউ প্রভৃতি সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও কতগুলি প্রসঙ্গে প্রশ্নবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো —

প্রসঙ্গ				
সময়	দিন	স্থান	কারণ	পরিমাণ
কহোন	কবে, কবে কার কদ্‌দিন	কোন হানে কোতায় কোহানে	ক্যান্ ক্যানো কিল্‌লাইগ্‌গা ক্যামনে/ক্যাম্বালে কি হরতে	কয়ডা, কয়জোন, কতগুলা/কতগুল্যান কতো, কতোডা,

১৩. ৫. আত্মবোধক সর্বনাম

এই উপভাষায় আত্মবোধক সর্বনাম হিসাবে নিজেই, নিজেগো, আম্‌নার, খোদ, প্যাডের - ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

ক. বোজার সোমায় অইলে নিজেই বুজবা। (বোঝার সময় হলে নিজেই বুঝবে।)

খ. নিজেগো কাম নিজেগো হরতে লজ্‌জা কি? (নিজেদের কাজ নিজেদের করতে লজ্জা কিসের?)

গ. মুই আম্‌নার চোহে না দ্যাকলে কইতাম না। (আমি নিজের চোখে না দেখলে বলতাম না।)

ঘ. প্যাডেড্যার লাইগ্‌গা টান নাই তার পিডেড্যা। (নিজের ছেলের জন্য দরদ নেই তো অন্যের ছেলের জন্য টান।)

১৩. ৬. এছাড়াও সর্বনাম মূলক পদ

ক. সময় — অ্যাহোন, অ্যাহোনি, জহোন, তহোন, তহোনি।

খ. স্থান নির্দেশক — এইহানে, ঐহানে, উইহানে।

গ. সাকল্য বাচক সর্বনাম — হগোলে, হগোলগুলা/গুল্যান, বেবাক

ঘ. প্রতিনির্দেশক সর্বনাম — জহোন-তহোন, জেই-শেই, জার-তার এহানে-ওহানে, জেহানে-হেহানে।

১৪. ক্রিয়া বিশেষণ

মান্য চলিতের মতো এই উপভাষায় কিছু নতুন ক্রিয়া বিশেষণ দেখা যায়। যেমন —

ক. গুলি — দ্রুত অর্থে — গুলির মতো জাবি আর আবি। (গুলির মতো খাবি আর আসবি।)

খ. হকাল — দ্রুত অর্থে — হকালে আবি কইলোম। (তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু।)

গ. হাপুস-হুপুস — দ্রুত বা তাড়াতাড়ি অর্থে — হাপুস-হুপুস হইর্‌গা খা। (তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।)

ঘ. গরাইতে গরাইতে — ধীর অর্থে — বুরিডা গরাইতে গরাইতে আইছে। (বুড়িটা আস্তে আস্তে এসেছে।)

ঙ. য়েইল্‌গা-দুইল্‌গা — ধীর অর্থে — এইরহম য়েইল্‌গা দুইল্‌গা আডলে কি আর দেরি না অইয়া পারে? (এই রকম হেলে দুলে হাঁটলে কি আর দেরি না হয়ে পারে?)

চ. গরোজ — দ্রুত অর্থে - গরোজ হইর্‌গা আহিছ। (তাড়াতাড়ি আসিছ।)

১৫. লিঙ্গ

এই উপভাষায় পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও উভয় লিঙ্গ - এই তিন প্রকার লিঙ্গেরই ব্যবহার রয়েছে। মান্য চলিতের ন্যায় এখানেও লিঙ্গ অর্থ নির্ভর। বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের আদালা আদালা প্রত্যয় যোগ হয় এবং তার ফলে তাদের পৃথক রূপ হয়ে যায়। তবে বিশেষ্যের রূপ আলাদা হলেও সর্বনামের রূপভেদ তেমন হয় না। যেমন — মুই (আমি), তুমি, হে (সে) হেয়ার (তার), ওয়াগো (ওদের) - প্রভৃতি শব্দে পুং ও স্ত্রী লিঙ্গে রূপভেদ দেখা যায় না। লিঙ্গভেদে সর্বনামের মতো বিশেষণেরও কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণেও লিঙ্গের প্রভাব দেখা যায় না।

১৫. ১. পুংলিঙ্গ

পুরুষ বাচক প্রত্যয় - আ/অ্যা, ও, ডা, - এর ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। যেমন —

ব্যাডা (বেটা), কাহা (কাকা), পোলা (পুত্র), মরদো (মর্দ), ভাইপো, দামরা (ছেলে বছুর) ইত্যাদি।

	অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপম	লিঙ্গান্তর
গ.	-ইন/-আইন	বেয়াই	বেয়াইন
		ভাই	বুইন
		দোচ্রত	দোচ্রতাইন
ঘ.	-ঈ	কুমার	কুমারী
		অবাগা (অভাগা)	আবাগী (অভাগী)
		মৈয়ুর (ময়ুর)	মৈয়ুরী (ময়ুরী)
ঙ.	-নি	মাশ্টার	মাশ্টারনি
		অরুণ	অরুনি
চ.	-ইন	বোন	বুইন
ছ.	-আ	ফুফু	ফুপা (পিশে)
জ.	-উ	বোন	বুনু (জামাইবাবু)

উল্লেখ্য উপরের উদাহরণ গুলির মধ্যে বোন > বুইন স্ত্রী লিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ হলেও বোন > বুনু (জামাইবাবু) পুংলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ফুফু > ফুপা স্ত্রী লিঙ্গের পুং লিঙ্গান্তর করা হয়েছে।

১৫. ৪. উভয় লিঙ্গ

এই উপভাষায় তুলনামূলক ভাবে উভয় লিঙ্গের ব্যবহার কম। তবুও কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

বচ্ছুর, কুড়ুম্ব, সন্তানাদি, ঘড়ক, কিশান প্রভৃতি।

১৬. বচন

মান্য চলিতের মতো - একবচন ও বহুবচন উভয়ের ব্যবহার এই উপভাষায় রয়েছে। একবচন ও বহুবচনে বিশেষ্যের আলাদা রূপই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত। যেমন — একবচন - বোতল, বহুবচনে - বোতলগুলা/গুল্যান। তবে বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ব বোধক কোনো বিশেষণ থাকলে সেক্ষেত্রে বিশেষ্যের আলাদা রূপ নাও থাকতে পারে। যেমন — একবচনে অ্যাট্ট্যা আপেল। বহুবচনে ম্যালা আপেল। এখানে উল্লেখ্য উভয় বচনে 'আপেল' শব্দটির রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে। বচনভেদে সর্বনামের রূপ পৃথক হয়ে যায়। যেমন - একবচন - মুই, বহুবচন - মোরা। সর্বনামের রূপতত্ত্বে বচনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকলেও বিশেষণ ও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তবে কদাচিত বিশেষণের দ্বিত্ব করে বহু বচনের কাজ নিস্পন্ন করা হয়। সে ক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় না।

১৬. ১. একবচন

মান্য চলিত বাংলায় একবচন বোঝতে টি, টা, খানা, খানি ব্যবহার করা হলেও এই উপভাষায় দু, একটি ক্ষেত্র ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে - ডা/ড্যা, হানা, হান, ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. আমডা পার। (আমটি পাড়।)

খ. বইহান দ্যাও। (বইখানা দাও।)

গ. ভুই হানা চওয়া অইছে? (ভুঁই খানা চাষ দেওয়া হয়েছে?)

চলিত বাংলার মতো এক > অ্যাক শব্দ যোগে ও একবচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. অ্যাক ধোমকের কাম। (এক বেলার কাজ।)

খ. অ্যাক বাডি দুদ্। (এক বাটি দুধ।)

নির্দেশক সর্বনামে একবচনের রূপ বোঝাতে এডা/এইডা, উইডা, ঐডা ইত্যাদি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন —

ক. এডা আনলি কহোন? (এটা এনেছিস কখন?)

খ. ঐডা মুই নিমু। (ঐটা আমি নেব।)

গ. উইডা চোহে দ্যাহো না? (উইটা চোখে দেখ না?)

১৬. ২. বহুবচন

বহুবচন বুঝাবার বহুল ব্যবহৃত বিভক্তি হচ্ছে গুলা/গুল্যান, গো। এছাড়া চলিত বাংলার ন্যায়, রা বিভক্তি সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। তবে পরিমাণ বুঝাতে ম্যালা এবং বেশি বোঝাতে 'বেজায়' বিশেষণটির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন —

ক. ধান গুলা উডা। (ধানগুলো উঠাও।)

খ. মোগো মরন ছারা উপায় নাই। (আমাদের মরণ ছাড়া রক্ষা নেই।)

গ. হেরা আইজ জাবে। (তারা আজ যাবে।)

ঘ. ঝরে ম্যালা আম পরছে। (ঝরে অনেক আম পড়েছে।)

ঙ. বেজায় মিডা। (ভীষণ মিঠে।)

চ. বেজায় খুশিতে আছে। (খুব খুশিতে আছে।)

এই উপভাষাতেও চলিত বাংলার মতো বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ববোধক বিশেষণ প্রয়োগে, দ্বিরুক্তির সাহায্যে কিংবা যুগ্ম শব্দের দ্বারা বহুবচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. পাশজোন ডাহাইত। (পাঁচ জন ডাকাত।)

খ. ঘরে ঘরে অবাব। (সমস্ত ঘরে অভাব।)

গ. চাক্কা চাক্কা মাডি। (চাকা চাকা মাটি।)

ঘ. শয় শয় মানু। (শত শত মানুষ।)

এছাড়া সমষ্টিবাচক বিভিন্ন শব্দ পূর্বপদ রূপে ব্যবহৃত হয়েও বহু বচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. হগোলে জামু। (সবাই যাব।)

খ. হগোল দিন। (সমস্ত দিন।)

গ. হারা বছর। (পুরো বৎসর।)

ঘ. বেবাক মানু। (সমস্ত মানুষ।)

ঙ. গোডা দ্যাশ। (সমস্ত দেশ।)

চ. তামাম দুইন্‌গা। (সমস্ত পৃথিবী।)

সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি করেও বহু বচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. কেডা কেডা খাইছে? (কে কে খেয়েছে?)

খ. কোনডা কোনডা নিছো? (কোনটি কোনটি নিয়েছ?)

১৬. ১. ১. এক বচনের পদ গঠন

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে

	মুক্তরূপিম	+		বদ্ধরূপিম	=	পদ
ক.	আম	+	ট >	ডা	=	আমডা (আমটি)
	কাম	+		ডা	=	কামডা (কাজটি)
	নাইর্‌কোল	+		ডা	=	নাইর্‌কোলডা (নারিকেলটি)
	ছাগোল	+		ডা	=	ছাগোলডা (ছাগোলটি)

খ. খানা > হান

বই	+	হান	=	বইহান (বইখানা)
মই	+	হান	=	মইহান (মইখানা)
ভুই	+	হান	=	ভুইহান (ভুঁইখানা)
দাও	+	হান	=	দাওহান (দাখানা)

এক বচন বাচক রূপিম মূল রূপিমের পূর্বে যোগ করে ও এক বচনের পদ গঠন করা হয়।

মুক্তরূপিম	+	শব্দ	+	মূলরূপিম	=	পদ
অ্যাক	+	ধোমকের		কাম	=	অ্যাকধোমকের কাম
অ্যাক	+	বাড়ি		দুদ	=	অ্যাকবাড়ি দুদ্‌
অ্যাক	+	লৌরে		জামু	=	অ্যাকলৌরে জামু

১৬. ২. ১. বহু বচনের পদ গঠন

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে —

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
মানু	+	গুলা/গুল্যান	=	মানুগুলা/মানুগুল্যান
আম	+	গুলা/গুল্যান	=	আমগুলা/আমগুল্যান
লাকরি	+	গুলা/গুল্যান	=	লাকরিগুলা/লাকরিগুল্যান
খাজুর	+	গুলা/গুল্যান	=	খাজুরগুলা/খাজুরগুল্যান

বহু বাচন বাচক মুক্তরূপিম মূল রূপিমের পূর্বে যুক্ত হয়েও বহু বচনের পদ গঠিত হয়।

বহু বচন বাচক মুক্তরূপিম	+	মূল রূপিম	=	পদ
ম্যালা	+	জল	=	ম্যালাজল (অনেক জল)
হারা	+	বছর	=	হারাবছর (সমস্ত বছর)
গোডা	+	দ্যাশ	=	গোডাদ্যাশ (সমস্ত দেশ)
বড্ড	+	ল্যাহা	=	বড্ডল্যাহা (অনেক লেখা)

১৭. বিশেষ্যমূলক রূপিম

বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তিমূলক বদ্ধরূপিম সংযুক্ত হয়ে বিশেষ্যমূলক রূপিম গঠিত হয়। আমাদের আলোচ্য উপভাষায় বিশেষ্যমূলক মুক্তরূপিমের সঙ্গে - র, -এর, -ইবার ইত্যাদি বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে পদ গঠিত হয়। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ্যের শ্রেণি বিভাগ করেছেন পাঁচ প্রকার। যথা —

১. সামান্যবাচক বিশেষ্য ।
২. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।
৩. গুণবাচক বিশেষ্য।
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য।
৫. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

এই শ্রেণি বিভাগের কথা মাথায় রেখে আমাদের আলোচ্য উপভাষায় কিভাবে বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে চলিত বাংলার ন্যায় পদ গঠিত হয় তা পর্যায়ক্রমে উদাহরণ সহযোগে উল্লেখ করা হলো —

১. সামান্যবাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
মইশ	+	- এর	=	মইশের (মহিষের)
মোসলমান	+	- এর	=	মোসলমানের (মুসলমানের)
খিষ্টান	+	- এর	=	খিষ্টানের (খ্রীষ্টানের)
হিন্দু	+	- এর	=	হিন্দুর (হিন্দুর)
মাচ্	+	- এর	=	মাচের (মাছের)

২. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
ভাগবদ	+	- এর	=	ভাগবদের (ভাগবতের)
বরিশাল	+	- এর	=	বরিশালের
মৌলবি	+	- এর	=	মৌলবির (মৌলভীর)
পুরান	+	- এর	=	পুরানের (পুরাণের)
গাং	+	- এর	=	গাংগের (গাঙ্গের)

৩. গুণ বা ভাববাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
শোক	+	- এর	=	শোকের
সুক	+	- এর	=	সুকের (সুখের)
নবাবি	+	- র	=	নবাবির
লাজ	+	- এর	=	লাজের (লজ্জার)
ফালাফালি	+	- র	=	ফালাফালির

৪. সমষ্টিমাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
সারি	+	- র	=	সারির (দলের)
পারটি	+	- র	=	পারটির (পার্টির)
শেরেনি	+	- র	=	শেরেনির (শ্রেণির)
গুষ্টি	+	- র	=	গুষ্টির (গোষ্ঠীর)
দল	+	- এর	=	দলের
সমিতি	+	- র	=	সমিতির
জনগন	+	- এর	=	জনগনের

৫. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
দ্যাখা	+	ইবার	=	দ্যাখাইবার (দেখাবার)
ল্যাখা	+	ইবার	=	ল্যাখাইবার (লেখাবার)
জা	+	ইবার	=	জাইবার (যাবার)
করা	+	ইবার	=	করাইবার (করাবার)
নাচা	+	ইবার	=	নাচাইবার (নাচাবার)

১৮. বিশেষ্যমূলক পদ গঠন

আগৈলঝাড়া উপজেলার উপভাষাতেও মান্য চলিতের ন্যায় মুক্তরূপিমের সঙ্গে উপসর্গ বা আদি প্রত্যয় বা অন্ত্যপ্রত্যয় যোগে বিশেষ্যমূলক পদ গঠিত হয়ে থাকে। আদি প্রত্যয় যোগে পদ গঠন —

আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/অ/	কুল	অকুল
	বিচার	অবিচার
	থৈ/থই	অথৈ

আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
	নামি	অনামি
	শান্তি	অশান্তি
/আ/	কাম	আকাম
	বাত	আবাত
	বোল	আবোল
/বে/	টাইম	বেটাইম
	আকুপ	বেয়াকুক
	সুর	বেসুর
	কায়দা	বেকায়দা
	শামাল	বেশামাল
	জাত	বেজাত
/বদ/	অবব্যাস	বদ্অবব্যাস
	হজম	বদ্হজোম
	নাম	বদ্নাম
	রাগি	বদ্রাগি
/নির/	দোষ	নির্দোষ
	আমিশ	নিরামিশ
	গাত	নির্গাত
	মান	নির্মান
	লাজ	নিরলাজ
	আশা	নির্আশা
/নি/	বংশ	নিবংশ
	খাত	নিখাত
	পাত	নিপাত
/না/	হংসি	নাহংসি

আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/গর/	পরতা	গর্‌পরতা
	মিল	গর্‌মিল
	আজির	গর্‌আজির
/সু/	বোদ	সুবোদ
	নাম	সুনাম
/কু/	করম	কুকরম
	কতা	কুকতা
	বুদ্‌দি	কুবুদ্‌দি

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/আ/	চোর	চোরা
	নাচ	নাচা
	খোজ	খোজা
	চোক	চোকা
/আমি/	ঢ্যামন	ঢ্যামনামি
	বলদ্‌	বলদামি
	পাগল	পাগলামি
/গিরি/	সাউ	সাউগিরি
	করতা	করতাগিরি
	চামচা	চামচাগিরি
	চাকর	চাকরগিরি
	কামার	কামারগিরি
	ক্যারানি	ক্যারানিগিরি
	ঝি	ঝিগিরি
	বাদশা	বাদশাগিরি
	বাবু	বাবুগিরি

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/আনা/	বাবু	বাবুআনা
	ঘর	ঘরআনা/ঘরানা
	বিবি	বিবিআনা
/আলা/য়ালা	দোকান	দোকানআলা
	ব্যাপারি	ব্যাপারিআলা
	সুবারি (সুপুরি)	সুবারিআলা
/আলি/	ঘড়ক	ঘটকালি
	পাত্	পাতালি
	দোচ্ত	দোচ্তালি
/ই/	শিকার	শিকারী/শিকারি
	মাদবার	মাদবারি
	মাশ্টার	মাশ্টারি
	হরদার	হরদারি
/জি/(হ্যাঁ অর্থে ব্যবহৃত হয়) —		
	সার	জি সার
/দার/	দেনা	দেনাদার
	পাওনা	পাওনাদার
	আওত	আওতদার (তদারকি ব্যক্তি)
	ভোজন	ভোজনদার
	ভাগি	ভাগিদার
/জান/	বিবি	বিবিজান (মুসলমান রীতি)
	আম্মা	আমম্াজান
/ধন/	বাপ্	বাপ্ধন
/জি/	বাবা	বাবাজি
	ঠাকুর	ঠাকুরজি

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/না/	বাড	বাড্না (বাটনা)
	রান	রান্না
	প্যাক	প্যাক্না
/নি/	নিরা	নিরানি
	বাচ্	বাচ্নি
	ঢাক	ঢাকনি
/খোর/	গাজা	গাজাখোর
	নেশা	নেশাখোর
	সুত	সুতখোর (সূদখোর)
	মাল	মালখোর
/উক/	তাল	তালুক
	হিংসা	হিংসুক
	নিনদা	নিন্দুক
/ত্ব/	বন্দু	বন্দুত্ব

উপরোক্ত উদাহরণে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যমূলক সাধিতরূপমূলেরও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

১৮. ১. বিশেষণ মূলক পদ

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/ই/	দ্যাশ	দ্যাশি
	বাস	বাসি
	কাশ	কাশি
/অ্যা/	কালা	কাইল্যা
	জল	জইলস্যা
	সেজ	সাইজ্যা
/উক/	প্যাড (পেট)	পেড়ুক (পেটুক)
	লাজ	লাজুক

/তা/	আল	আলতা
	জল	জলতা (রং)
	লাল	লালতা
	আম	আমতা
/উ/	ঢাল	ঢালু
	চাল	চালু
/তো/	মামা	মামাতো
	কাকা	কাকাতো
	খুরা	খুরাতো
	পিশা	পিশাতো
	চাচা	চাচাতো
/চ্যা/	পাইন	পাইন্চ্যা
	মাডি	মাইড্গ্যা
	কালো	কাইল্চ্যা

১৯. পদাশ্রিত নির্দেশক বা বিশেষ বিশেষ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু ইত্যাদি নির্দেশককে 'বিশেষ বিশেষ্য' বলেছেন, যেগুলি মান্য চলিতে ব্যবহৃত হয়। এখানে - টি/টা > ডা, খানা > হানা, খানি > হানি, গাছা > ছারা, প্রভৃতি নির্দেশকের ব্যবহার রয়েছে। যেমন —

ক. বিশেষ্যর অবস্থান নির্দেশক —

বিলোইডা, ঘড়িডা, বাড়িডা, বইহান, মইহান, গরুডা, জালছারা (জালগাছি/জালগাছা)।

খ. সংখ্যাবাচক বিশেষণ যোগে বিশেষ্যর অবস্থান নির্দেশক —

চাইড্ডা গরু (চারটে গরু)। দুইডা হালিক (দুটো শালিক)। ছয়হান বই (ছয়খানা বই)। দুইহান গামছা (দুইখানা গামছা)।

গ. পরিমাণবাচক বিশেষণ যোগে বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশক —

অ্যাতহানি জল (এতটা জল), অ্যাতহানি পেরি (এতটা কাদা), অ্যাতডা পত (এতখানি পথ), অ্যাতহানি ছেরা (এতটা ছেঁড়া)।

ঘ. পরিমাণে, অল্পার্থে ও আদরে নির্দেশক —

এইডুহানে পোলা কি সুন্দার আসে। (এইটুকু বাচ্চা কি সুন্দর হাসে।)

২০. যৌগিক শব্দ

২০. ১. সমাসবদ্ধ পদ

এই উপভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। যেমন —

সমাজবদ্ধ পদ	ব্যাস বাক্য	চলিত অর্থ	মন্তব্য
ছাওয়াল মাইয়া	ছাওয়াল ও মাইয়া	ছেলে-মেয়ে	দ্বন্দ্ব সমাস
লতা-পাতা	লতা ও পাতা	লতা-পাতা	দ্বন্দ্ব সমাস
নাস্তা-পানি	নাস্তা ও পানি	জল-খাবার	দ্বন্দ্ব সমাস
পিডা-পিডি	পিডা ও পিডি	পিঠাপিঠি (পরপর)	দ্বন্দ্ব সমাস
কাম-কাজ	কাম ও কাজ	কাজ কর্ম	দ্বন্দ্ব সমাস
কতা-বাত্‌রা	কতা ও বাত্‌রা	আলোচনা	দ্বন্দ্ব সমাস
শলা-পরামর্শ	শলা ও পরামর্শ	যুক্তি বুদ্ধি	দ্বন্দ্ব সমাস
আপোত	পদ নয়	খারাপ	নঞ তৎপুরুষ সমাস
আকাম	নয় কাম	ক্ষতি	নঞ তৎপুরুষ সমাস
আইল্যা ভাত	আইল্যা জে ভাত	আলিনু যে ভাত (নুন ছাড়া)	কর্মধারায় সমাস

সমাজবদ্ধ পদ	ব্যাস বাক্য	চলিত অর্থ	মন্তব্য
ছেরা জাল	ছেরা জে জাল	(ছেঁড়া জাল)	কর্মধারায় সমাস
ফুডা বাডি	ফুডা জে বাডি	ফুটো বাটি	কর্মধারায় সমাস
মোডা চাউল	মোডা জে চাউল	মোটা যে চাল	কর্মধারায় সমাস
তিমুহী	তিন মুহের সমাহার	তিনমুখের সমাহার	দ্বিগু সমাস
চাইরআনা	চাইর আনার সমাহার	চারআনা	দ্বিগু সমাস
দোতারা	দুই তারের সমাহার	দু'তারের সমাহার	দ্বিগু সমাস
দুরবিক্‌খ	ভিক্‌কার অবাব	আকাল	অব্যয়ীভাব সমাস
দুরাশা	আশার অবাব	আশাহীন	অব্যয়ীভাব সমাস
হারিমুখী	হারির মত মুক জার	গোমরা	বহুব্রীহি সমাস
নিরলজ্জ	লজ্জা নাই জার	লজ্জাহীন	বহুব্রীহি সমাস
দোয়াজবর	দ্বিতীয় বিয়া হরছেন জিনি	দ্বিতীয় বিয়ে করা বর	বহুব্রীহি সমাস
নিবংশ/নিরবংশ	বংশ নাই জার	বংশহীন	বহুব্রীহি সমাস
ফুলবাবু	জিনি ফুল তিনি বাবু	ফুলবাবু	কর্মধারণ সমাস
মেমসাহেব	জিনি মেম তিনি সাহেব	মেমসাহেব	কর্মধারণ সমাস

২০. ২. শব্দ দ্বৈত

মান্য চলিত বাংলার ন্যায় এই উপভাষায়ও দ্বৈত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে তার উচ্চারণ কিছুটা আলাদা, কখনো বা নতুন কিছু শব্দের উপস্থিতি দেখা যায়, যার প্রয়োগ শিষ্ট চলিতে দেখা যায় না। যেমন —

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ দ্বৈত	অর্থ	উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ দ্বৈত	অর্থ
হন্‌হন্‌	তাড়াতাড়ি	ভন্‌ভন্‌	ভো-ভো শব্দ
হর্‌হইর্‌গ্যা	হর হরে	থর্‌থইরগ্যা	থর থরে
মর্‌মইর্‌গ্যা	মর মরে	কল্‌কইলগ্যা	কল কলে
তুল্‌তুইল্‌গ্যা	তুল্‌তুলে	টক্‌টইক্যা	টক টকে
আউন্যা আউন্যা	অপরিচিত	হরি্‌ হরি্‌	করি করি
কিল্‌ কিল্‌	ভীরে অশান্ত অবস্থা	ঘপ্‌ ঘপ্‌	তাড়া তাড়ি খাওয়া
কমু্‌ কমু্‌	বলব বলব		

এছাড়া চলিত বাংলার প্রভাবে কিছু দ্বৈত শব্দ এখানে একটু পরিবর্তিত উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. সংযোগবাচক

কতায় কতায় (কথায় কথায়)
চোহে চোহে (চোখে চোখে)
পথে পতে (পথে পথে)
মোহে মোহে (মুখে মুখে)
লগে লগে (সাথে সাথে)
আতে আতে (হাতে হাতে)

খ. দীর্ঘকালীনতা বাচক

হুইতে হুইতে (শুতে শুতে)
জাইতে জাইতে (যেতে যেতে)
গরাইতে গরাইতে (গড়াতে গড়াতে)
খারাইতে খারাইতে (দাঁড়াতে দাঁড়াতে)
ল্যাকতে ল্যাকতে (লিখতে লিখতে)
কইতে কইতে (বলতে বলতে)
বইতে বইতে (বসতে বসতে)

গ. দ্বিধা, অসম্পূর্ণতার ভাব

খামু-খামু (খাব খাব)
উডি উডি (উঠি উঠি)
কমু কমু (বলব বলব)
করমু-করমু (করব করব)
অয় অয় (হয় হয়)
দিমু দিমু (দেব দেব)

ঘ. এছাড়াও রয়েছে —

মুলে মুলে (তলে তলে)	বাইল্‌গা বাইল্‌গা (বেলে বেলে)
মাইড্‌গা মাইড্‌গা (মেটে মেটে)	হোগায় হোগায় (পাছায় পাছায়)
চাহা চাহা (চাকা চাকা)	মাহা মাহা (মাখা মাখা)

মান্য চলিত বাংলার মতোই এক প্রকার দ্বৈত শব্দের প্রয়োগ রয়েছে এই উপভাষায়। এগুলিকে অনেকে অনুকার, অনুগামী শব্দ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে নাম দিয়েছেন 'প্রকৃতিবাচক শব্দ'। তবে এই শব্দ গুলি এই উপভাষায় ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন —

উপভাষায়	**মান্য চলিতে**	**উপভাষায়**	**মান্য চলিতে**
ফুল-ঠুল	ফুল-টুল	বাসন-ঠাসন	বাসন-টাসন
গান-ঠান	গান-টান	ভাত-ঠাত	ভাত-টাত
মুজা-ঠুজা	মোজা-টোজা	পেরন-ঠেরন	পেরন-টেরন
কোডা-কুডি	কোটা কুটি	বাডা-বাডি	বাটা বাটি
ঘাড়ে - ঘোড়ে	ঘাটে-ঘোটে	উডান-ঠুডান	উঠোন-টুটোন
পাচার-ঠাচার	পাছার-টাছার	হাগ-পাতা	শাক-পাতা
ধান-ধোন	ধান-টান		

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

এই উপভাষায় প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পূর্বের মতো এখানেও নিজস্ব উচ্চারণ রীতি মেনে উচ্চারণ করে থাকে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো — খচ্‌মচ্‌, ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌, কিল্‌বিল্‌, খিল্‌খিল্‌, খম্‌খম্‌, গিজ্‌গিজ্‌, গম্‌গম্‌, গুর্‌গুর্‌, ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌, খুট্‌খাট্‌, চিন্‌ চিন্‌, চ্যাট্‌ চ্যাট্‌, ছুত্‌ ছুত্‌, জ্যাল্‌জ্যালা, ঝিম্‌ঝিম্‌, ঝপাত্‌ঝপাত্‌, টম্‌টম্‌, টপাশ্‌ টপাশ্‌, ঢন্‌ঢন্‌, তক্‌তক্‌, তির্‌তির্‌, থল্‌থলা, থ্যাত্‌রা ভ্যাত্‌রা, দব্‌দর্‌, ধিকি ধিকি , প্যাচ্‌প্যাচা, প্যান্‌ প্যান্‌, পিত্‌ পিইত্‌ক্যা, ফোডা ফোডা, ফুডা পুডা, ফারুত্‌ ফুরুত্‌, বুট্‌কি বুট্‌কি, লেউ্‌ লেউ্‌, মিডা মিডা, হোতে হোতে, হন্‌ হন্‌ ইত্যাদি।
